জল ব্যতীত আর কিছু দেখে না, সেইরূপ আমাতে নিমগ্নচিত্ত ব্যক্তি আমাভিন্ন আর কিছু দেখে না।" নরসিংহ প্রভৃতি পুরাণে ধ্যানের মহিমা যাহা বর্ণিত আছে, তাহাতে দেখা যায় — ভগবচ্চরণারবিন্দযুগল ধ্যানই নির্দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ, ক্ষুধা-পিপাসা প্রভৃতির অতীত। ভগবচ্চরণারবিন্দযুগল ধ্যান করিলে ক্ষুধা-পিপাসা, জরা-মৃত্যু, শীত-গ্রীষ্মজন্য কোন উদ্বেগ উপস্থিত হয় না। পাপীজনও যদি প্রসঙ্গক্রমে ভগবচ্চরণারবিন্দ ধ্যান করে, তবে তাহারও পরম হিত সাধিত হইয়া থাকে। নিখিল শাস্ত্র ইহাই ব্যবস্থা করিয়াছেন। ধ্রুবানুস্মৃতির প্রসঙ্গ ৩।২৯।১০ শ্লোকে —

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥

শ্রীভগবান্ কপিলদেব নিজজননী শ্রীদেবহুতিকে বলিয়াছিলেন—"হে মাতঃ! নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমার প্রসঙ্গ শ্রবণমাত্রে গঙ্গাজলের সিন্ধুর দিকে নির্ব্বাধগতির মত আমাতে অবিচ্ছিন্না অর্থাৎ লয়-বিক্ষেপাদির দ্বারা অপ্রতিহতা মনোবৃত্তির নামই নির্গুণ ভক্তিযোগ অথবা উহারই অপর নাম ধ্রুবানুস্মৃতি কিম্বা নিষ্ঠাভক্তি।" "ত্রিভুবন বিভবহেতবে" ইত্যাদি ১১।২।৫১ শ্লোকেও ধ্রুবানুস্মৃতি অবস্থার কথা উল্লেখ করা আছে। শ্লোকের মর্ম্মার্থ এই যে, লবনিমেষার্দ্ধকাল ভগবচ্চরণারবিন্দ ভুলিতে পারিলেই ত্রিভুবনের বৈভবলাভ করিতে পারা যায়—এইরূপ শ্রবণ করিয়াও সংযতচিত্ত দেবগণ কর্ত্তৃক অন্বেষণীয় পদারবিন্দ ধ্যান হইতেও যে জন বিচলিত হয় না, সেই জনই বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। এই ধ্রুবানুস্মৃতিই শ্রীরামানুজ ভগবৎপাদ ব্রহ্মসূত্রের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই প্রথমসূত্রে দেখাইয়াছেন। এইক্ষণ সমাধির কথা বলিতেছেন —

তয়োরাগমনং সাক্ষাদীশয়োঃ পরমাত্মনোঃ।
ন বেদ রুদ্ধধীবৃত্তিরাত্মানম্ বিশ্বমেব চ॥ ১২।১০।৬॥

শ্রীমার্কণ্ডেয় একপদে দাঁড়াইয়া শ্রীভগবানে সমাধিযুক্ত হইয়াছেন, এমন সময়ে শ্রীশঙ্কর শঙ্করীর সহিত বৃষের উপর আরোহণ করিয়া সেইস্থান দিয়া যাইতেছিলেন। সেই অবস্থায় শ্রীশঙ্করী মার্কণ্ডেয় ঋষিকে দর্শন করিয়া বাৎসল্যভাবে বিগলিত হইয়া শ্রীশঙ্করকে কহিলেন—"হে প্রিয়তম! এই বালকটিকে দেখিয়া আমার হৃদয়ে অতিশয় স্নেহের উদয় হইতেছে, একবার ইহার কাছে চল। ইহার তপস্যার সিদ্ধি প্রদান করিতে হইবে। ইহার মুখে মাতৃ আহ্বান শুনিবার জন্য আমার বড় অভিলাষ হইতেছে।" শ্রীশঙ্কর